শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাইস্কুল)

অষ্টম শ্রেণি - বাংলা

মূল্যায়ন উত্তরপত্র- ১

১.

১.১. (খ) অব্যক্ত।

১.২. (ক) মানুষই।

১.৩. (গ) পালেদের বোসেদের বাড়ি।

১.৪. (গ) পদ।

১.৫. (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১.৬. (ঘ) গুণবাচক বিশেষ্য।

১.৭. (ক) সর্বনাম পদ।

১.৮. (ঘ) আপনা - আপনি।

১.৯. (ঘ) সামীপ্যবোধক।

১.১০. (খ) চারটি।

১.১১. (ক) ক্রিয়াবিশেষণ।

১.১২. (গ) সর্বনামের বিশেষণ।

১.১৩. (ঘ) নীলকন্ঠ।

১.১৪. (ক) স্বর্ণ।

১.১৫. (গ) আম।

SRAI

২.

২.১. রঞ্জন দীর্ঘ পনেরো বছর যে ক্লাবে খেলছে, সেই ক্লাব তাদের বারপুজোর অনুষ্ঠানে রঞ্জনকে আমন্ত্রণ না জানালে সে অপমানে রাগে ফুঁসছিল।

২.২. রঞ্জনের নতুন ক্লাবের সেক্রেটারির নাম স্বপনবাবু।

২.৩. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'সোনার মাছি খুন করেছি'।

২.৪. ক্রিয়াবিশেষণ প্রয়োগ করে নবগঠিত বাক্যটি হল- জোরে হেঁটে বাড়ি যাও নইলে বৃষ্টিতে ভিজবে।

২.৫.বাক্যের সাহায্যে আত্মবাচক সর্বনাম-এর উদাহরণটি হল- আমি স্বয়ং তোমাদের বাড়ি উপস্থিত থাকব।

২.৬. যে শ্রেণিবাচক বিশেষ্যপদ কোনো বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে।

২.৭. মহাভারতের সব চরিত্রের মধ্যে কর্ণ চরিত্র অপুর ভালো লাগত।

২.৮. দুর্গা টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে পুঁতির মালা চুরি করে এনেছিল।

২.৯. পাঠশালায় প্রথমদিন ফনেদের অবস্থা দেখে অপু হেসে উঠেছিল। গুরুমহাশয় তার হাসি শুনে আলোচ্য উক্তিটি অপুর উদ্দেশ্যে করেছিলেন।

২.১০. সতু অপুর চোখে ধুলো ছুঁড়ে পালিয়েছিল।

৩.

৩.১. স্বনামধন্য কবি তারাপদ রায়ের লেখা 'একটি চড়ুই পাখি' কবিতায়*(মূলগ্রন্থঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা)* কবি চড়ুই পাখিটিকে 'চতুর চড়ুই' বলে বিশেষিত করেছেন। চড়ুই পাখিটি কবির নির্জন গৃহে বাসা বেঁধেছে। প্রত্যেকটি প্রাণী নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যেই বাসা বাঁধে। চড়ুই পাখিটিও বেঁধেছে। কবির মনে হয়েছে চড়ুই পাখিটি হয়ত জানে যে কবি নিঃসঙ্গ, তাই কবি কখনই চড়ুই পাখিটিকে তাড়িয়ে দেবেন না। বরং সে-ই কবির নিঃসঙ্গ জীবনের ভার লাঘব করতে সহায়ক হয়ে উঠবে। একারণেই কবি চড়ুই পাখিটিকে চতুর বলেছেন।

৩.২. কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'দাঁড়াও' কবিতায় (*মূলগ্রন্থঃ মানুষ বড়ো কাঁদছে*) আধুনিক নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের বিপন্নতার কথা তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার সংকীর্ণ হয়ে পড়লে, মানুষ অতিমাত্রায় স্বার্থান্ধ ও লোভী হয়ে পড়ে। সেই লোভ থেকেই সভ্যতার বিধ্বংসী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মৃত্যু হয় মনুষ্যত্বের। কবি বলেছেন, মানুষে মানুষের যৌথ সহযোগিতাতেই পৃথিবী সুন্দর হবে। মানুষ মানুষের পাশে স্বার্থহীনভাবে দাঁড়ালেই বিপন্নতা যাবে কেটে। হিংসা নয়, ভালোবাসার শক্তিতেই মানুষের যৌথখামার হয়ে উঠবে এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্বাসেই ভর করে কবি আলোচ্য পঙক্তিটির অবতারণা করেছেন।

৩.৩. বিজ্ঞান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'গাছের কথা' প্রবন্ধে (*মূলগ্রন্থঃ অব্যক্ত*) উদ্ভিদকূলের অনুক্ত দিককে ভাষ্য প্রদান করেছেন।

- আলোচ্য উক্তিটিতে গাছের বীজের ছড়িয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে।
- পৃথিবীতে উদ্ভিদের বীজ নানা উপায়ে ছড়িয়ে যায় প্রকৃতিরই সাহচর্যে। এছাড়াও মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরাও উদ্ভিদের বীজ ছড়িয়ে দিতে সহায়ক হয়। যেমন- কৃষকরা গাছের বীজ ছড়িয়ে ফসল উৎপাদন করেন। পাখিরা গাছের ফল খেয়ে বীজ নানা জায়গায় ফেলে দিলে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। জনমানবশূন্য দ্বীপেও

SRAI

এইভাবে বীজ ছড়িয়ে যায়। এছাড়াও ফসলের বীজ প্রকৃতির হাওয়ার মাধ্যমে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

৩.৪. স্বনামধন্য সাহিত্যিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পরাজয়' গল্পে (*মূলগ্রন্থঃ খেলা আর খেলা*) রঞ্জন নিজের পুরোনো ক্লাব ছেড়ে প্রতিপক্ষ ক্লাবের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

- ❖ রঞ্জন তার পনেরো বছরের পুরোনো ক্লাবের দ্বারা অপমানিত হয়ে অন্য ক্লাবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানালে, নতুন ক্লাবের সম্পাদক স্বপনবাবু দ্রুত রঞ্জনের বাড়ি এসে ক্লাবের অন্য কর্তা ঘোষদাকে খবরটা দেয়। ঘোষবাবু টেলিফোনে রঞ্জনকে নতুন ক্লাবে স্বাগত জানালে রঞ্জনের মুখে ম্লান হাসি খেলে গিয়েছিল।

- ❖ রঞ্জনের সাথে তার পুরোনো ক্লাবের নাড়ির যোগ। প্রতিপক্ষ ক্লাবের শত শত প্রলোভন সে উপেক্ষা করেছিল পুরোনো ক্লাবকে ভালোবেসে। কিন্তু সেই ক্লাব রঞ্জনকে অপমান করলে রঞ্জন প্রতিপক্ষ ক্লাবে যোগ দিতে একপ্রকার বাধ্য হয়, কিন্তু পুরোনো ক্লাবের প্রতি ভালোবাসাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। সে মানসিকভাবে নতুন ক্লাবে যেতে প্রস্তুত ছিল না। এতে তার আদর্শে আঘাত লাগে। সেকারণেই হাসি তার ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

৩.৫. খ্যাতনামা সাহিত্যিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পরাজয়' গল্পে (*মূলগ্রন্থঃ খেলা আর খেলা*) রঞ্জন তার পুরোনো ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মানজনক আচরণ না পাওয়ার ফলে দলবদলের প্রথম তারিখেই নতুন ক্লাবে দেয়।

- ❖ নতুন ক্লাবে রঞ্জনের যোগ দেওয়ার খবর শুনে তার পুরোনো ক্লাবের কর্মকর্তারা রঞ্জনের বাড়িতে ছুটোছুটি শুরু করলেন।

- ❖ রঞ্জন যাতে তার মতবদল করে পুরোনো ক্লাবেই ফিরে আসে,সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা রঞ্জনের বাড়িতে ছুটোছুটি করেছিলেন।

- ❖ রঞ্জন নতুন ক্লাবে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তার নতুন ক্লাব সিকিম পাঠিয়ে দেয়। যাতে পুরোনো ক্লাব তার নাগাল না পায়। সেকারণেই পুরোনো ক্লাবের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছিল।

SRAI